বড়ো জয় সুপার অ্যাকাডেমির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্লকভিত্তিক ফুটবলে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের খেলায় চটহাট স্পোর্টস সুপার অ্যাকাডেমি ৬-২ গোলে ফাঁসিদেওয়া অ্যাডামস বয়েজের বিরুদ্ধে জয় পায়। চটহাট হাইস্কুলের মাঠে স্পোর্টসের সঞ্জয় মিঞ্জ জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোলগুলি আশিস কুজুর, সুমিত এক্কা, সৌরভ ঘোষ, গৌতম মিঞ্জের। ফাঁসিদেওয়ার গোলদাতা সুজন দাস ও শুভঙ্কর বিশ্বাস। অন্য ম্যাচে বড়োপথু মিলন সংঘ ২-০ গোলে হেডমুরি সিঙ্গিঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। চটহাট হাইস্কুলের মাঠে গোল করেন বাপি খালখো ও গোপেশ সেন। শনিবার খেলবে চটহাট এফসি ও হেলাগছ এসটি।

হারল সোনাপুর

ইসলামপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কে জে বসু ও ঊর্মিলা ট্রফি নৈশ ফুটবলে বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে সোনাপুর মিশন ইউনাইটেড ১-২ গোলে দার্জিলিং ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে ২৭ মিনিটে রাজ রাওয়াত দার্জিলিংকে এগিয়ে দেন। ৫৭ মিনিটে সুমন সোরেনের পাস থেকে ইয়াম প্রধান সমতা ফেরান। কিন্তু ৬৩ মিনিটে শুভম সূত্রধরের ফ্রিকিক থেকে গোলের সুবাদে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে দার্জিলিং। ম্যাচের সেরা ইয়ম। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে কলকাতা ইউনাইটেড এফসি ও মালদা মর্নিং সকার।

খো খো ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৪ স্কুল খো খো প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি দল গঠনের জন্য ট্রায়াল শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান মদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠেয় ট্রায়ালে ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি ও তারপরে জন্মগ্রহণকারীরা অংশ নিতে পারবে। ট্রায়ালে বার্থ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড ও গতবছরের বার্ষিক পরীক্ষার মার্কশিট আনতে হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডিতে তারা যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলায় উত্তর দিনাজপুরের মুখোমুখি হবে। মূল প্রতিযোগিতা ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হবে।

জয়ী জায়গিরজোত

খড়িবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ খড়িবাড়ি পানিশালি ক্রীড়া উন্নয়ন কমিটির ফুটবলে বৃহস্পতিবার জায়গিরজোত সংসদ ২-০ গোলে কচাইজোত সংসদকে হারিয়েছে। খড়িবাড়ি হাইস্কুলের খেলার মাঠে জোড়া গোল করেন নেলসন খেস। অন্য ম্যাচে ভালুকাগাড়া সংসদ টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে পশ্চিম হাওদাভিটার (২) বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ভালুকাগাড়ার বাবলু সিং ও পশ্চিম হাওদাভিটার সমীর বর্মন গোল করেন। শনিবার খেলবে খড়িবাড়ি বাজার সংসদ-ছিট হাওদাভিটা সংসদ ও গাজিজোত সংসদ-কেশরডোবা সংসদ।

বাণীমন্দিরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ১৭-২৪ সেপ্টেম্বর জব্বলপুর রেলওয়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় ওয়েস্ট-সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ সর্বভারতীয় রেলওয়ে স্কুল ফুটবলের জন্য শিলিগুড়ি বাণীমন্দির রেলওয়েল হাইস্কুলের দল শুক্রবার রওনা হবে। কোচ সুদীপ্তকুমার জানা ঘোষিত দলে রয়েছে বিশাল সরকার, মুকেশ সিং, সোনু রায়, অন্তু মালি, অভিজিৎ ভৌমিক, প্রসেনজিৎ পাল, রাহুল দাস, অভিজিৎ সরকার, কুনাল দাস, স্বরূপ পাল, রাহুল চৌধুরি, কবীর লামা, জয়দীপচন্দ্র দাস, বিশ্বজিৎ দাস, ফারমান আনসারি ও হরিশ বর্মন। ম্যানেজার নারায়ণ বর্মন।

সাহারমান ট্রফি কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ দার্জিলিং ভেটারেন্স ক্লাবের ১৫ দলীয় সাহারমান দেওয়ান ট্রফি আমন্ত্রণমূলক ফুটবল শনিবার শুরু হবে। শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে জানিয়েছেন, লেবংয়ের গোর্খা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় আসরে উদ্‌বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে খেলবে দার্জিলিংয়ের জি জে ইউনাইটেড ভেটারেন্স।

ফুটবল ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়ার ফুটবলে শিলিগুড়ি দল গঠনের জন্য ট্রায়াল শনিবার শুরু হবে। মহকুমা পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠেয় ট্রায়ালে ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি ও তারপরে জন্মগ্রহণকারীরা অংশ নিতে পারবে। সকাল ৮টায় ট্রায়াল শুরু হবে। ট্রায়ালে বার্থ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড আনতে হবে।

জয়ী ভোজনারায়ণ

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মুরিখাওয়া মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবের নকআউট ফুটবলে বৃহস্পতিবার ভোজনারায়ণ ইলেভেন স্টার ১-০ গোলে গুয়াবাড়ি পাখিজা ক্লাবকে হারিয়েছে। শুক্রবার খেলবে চটহাট ও ভেজিএন রাজগঞ্জ দিশাহারি ক্লাব।

টুটু বসুর মন্তব্যে ময়দানে সমালোচনার ঝড়

চাপে পড়ে ক্ষমা চাইলেন বাগান সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ আটবছর পর কলকাতা লিগ জয় করেছে মোহনবাগান। স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলার থেকে ক্লাব কর্তা এমনকি সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের মাত্রাও ছিল লাগামছাড়া। কিন্তু বাগান সমর্থকদের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে তাল কেটেছে ক্লাব সভাপতি স্বপন সাধন (টুটু) বসুর কটু মন্তব্যে। বুধবার আটবছর পর লিগ জয়ের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমকে সবুজ-মেরুন সভাপতি বলেছিলেন, 'সাত বছর ধরে মেয়ে হচ্ছে, হঠাৎ আটবারের বার ছেলে হল। তোমাদের যেমন লাগবে, আমারও তেমন অনুভূতি হচ্ছে।' টুটু বসুর এহেন মন্তব্যের পর নিন্দার ঝড় উঠেছে সমাজের সর্বস্তরে। বিশিষ্টজনেরা তো বটেই, ক্লাবের সমর্থকরাও মেনে নিতে পারছেন না তাঁদের ক্লাব সভাপতির এই কুরুচিকর লিঙ্গবৈষম্যমূলক মন্তব্য।

পরিস্থিতির চাপে পড়ে বৃহস্পতিবার সকালেই নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন টুটু বসু। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বাগান সভাপতি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'দীর্ঘ আট বছর পর লিগ জয়ের আনন্দে ভেসে গিয়েছিলাম। আবেগ থেকে এমন কিছু কথা বলে ফেলেছিলাম, যা বলা উচিত হয়নি। আনন্দের দিনে কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার কথা ভালবাসার মানুষদের কষ্ট দিয়েছে। তার জন্যে আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।' শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে নিজের পরিবারের উদাহরণও টেনেছেন টুটু বসু। তিনি বলেন, 'বাড়িতে আমার পুত্রবধূরা আছে, নাতনি আছে, তাই কন্যাসন্তানের গুরুত্ব আমি জানি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পুত্র বা কন্যা সন্তান, যেই হোক না কেন, সবাই আমাদের পরিবারের আত্মজ।' বৃহস্পতিবার ক্লাবে লিগ জয় উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলন করে মোহনবাগানের শাসক গোষ্ঠীর সদস্যরা। সেখানে অঞ্জন মিত্র এবং তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না ক্লাব সভাপতি। হয়তো চারদিকে সমালোচনার আঁচটা আন্দাজ করতে পেরেই নিজেকে সরিয়ে রাখলেন এই অনুষ্ঠান থেকে।

তবে ক্ষমা চেয়ে নিলেও বাগান সভাপতির বক্তব্যকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় থামার কোনো ইঙ্গিত নেই। বরং ক্লাব চত্বর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সর্বত্র টুটু বসুর সমালোচনার ঝড় অব্যাহত। তবে বাগান সভাপতির কুরুচিকর মন্তব্যে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে লালিত 'ময়দানি' সংস্কৃতির ছোঁয়া দেখছেন। ময়দানে তিন প্রধানের খেলা হলে সমর্থকদের ঢল নামে মাঠে। অথচ সেখানে চোখে পড়ার মতোই ব্রাত্য মহিলা সমর্থকরা। আইএসএলে খেলার দাবি নিয়ে সোচ্চার হওয়া ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানে মহিলাদের জন্য বসার বিশেষ কোনো স্ট্যান্ডই নেই। শুধু তাই নয়, মহিলাদের ন্যূন্যতম সুলভ পরিষেবা দিতেও ব্যর্থ দুই প্রধান। বিদেশের যেখানে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে প্রিয় দলের খেলা দেখতে গ্যালারিতে সমর্থকদের ঢল নামে সেখানে সেই ছবি অনেকটাই ফিকে ময়দানি ফুটবলে। ইদানীং তবু সেই ছবিটার বদল লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ইস্ট-মোহনের খেলা দেখতে মাঠ উপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছিল অনেক মহিলা সমর্থকদের। তবে মোহনবাগান সভাপতির মন্তব্য তাদের যে ফের একবার পশ্চাদসরণে বাধ্য করল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

> বাড়িতে আমার পুত্রবধূরা আছে, নাতনি আছে, তাই কন্যাসন্তানের গুরুত্ব আমি জানি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পুত্র বা কন্যা সন্তান, যেই হোক না কেন, সবাই আমাদের পরিবারের আত্মজ।
>
> -টুটু বসু (মোহনবাগান সভাপতি)

'সঠিক সময়ে নেতৃত্ব ছেড়েছি'

ইংল্যান্ডে কোহলিদের অনুশীলন ম্যাচের অভাবকে দুষছেন ধোনি

রাঁচি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সুনীল গাভাসকার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মাইকেল হোল্ডিং, নাসের হুসেনরা বার্মিংহাম টেস্টের শুরু থেকে কথাটা বলে আসছেন। কোহলির ভারত বিষয়টাকে পাত্তাই দেয়নি। আগামীদিনেও কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে, স্পষ্ট নয়। তবে আজ যেভাবে নিজের শহরে সিআইএসএফ-এর এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কোহলির পূর্বসূরি মহেন্দ্র সিং ধোনি ইংল্যান্ড সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ম্যাচের প্রসঙ্গ তুলে দলের স্ট্র্যাটেজির সমালোচনা করেছেন, তা নিশ্চিতভাবেই নজিরবিহীন।

বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটে ধোনি এবং কোহলি একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পূর্বসূরি মাহিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন বর্তমান ভারত অধিনায়ক কোহলি। বরাবরই বিরাট ধোনির প্রতি তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধার কথা তুলে ধরেছেন দুনিয়ার দরবারে। এহেন ধোনি আজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার ব্যর্থতা নিয়ে সরব হয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, লাল ডিউক বলে বিলেতের পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আরও বেশি করে অনুশীলন ম্যাচের প্রয়োজন ছিল পূজারা-রাহানেদের। টেস্ট সিরিজের আগে কয়েকটা অনুশীলন ম্যাচ খেললে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সিম ও সুইংয়ের নড়াচড়ার সঙ্গে আরও ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পারতেন। বাস্তবে সেটা হয়নি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত। যে হারের ময়নাতদন্তে প্রবলভাবে উঠে এসেছে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ব্যর্থতা।

প্রথমে টি২০, পরে ওয়ান ডে ও সবশেষে ছিল টেস্ট সিরিজ। রুটদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ১৫-১৬ দিনের ব্যবধান ছিল। মাঝের এই সময়টাতে ভারতীয় দলের প্রায় সব ক্রিকেটারই অনুশীলন না করে ইউরোপ ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন। বেশিরভাগের সঙ্গেই ছিল পরিবার। এজবাস্টনে সিরিজের প্রথম টেস্টের আগে এসেক্সের বিরুদ্ধে একমাত্র অনুশীলন ম্যাচ ছিল টিম ইন্ডিয়ার। চার দিনের সেই ম্যাচ কোহলিদের অনুরোধেই বদলে গিয়েছিল তিনদিনে। সেসময় ভারতীয় দলের তরফে অনুশীলন ম্যাচের তুলনায় টেস্টের প্রস্তুতির জন্য নেটে বেশি সময় কাটানোর যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তার ফল টেস্ট সিরিজে কী হয়েছিল, আজ সবার জানা। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে সৌরভ-সানিদের মতো প্রাক্তনদের সুরে সুর মিলিয়ে ধোনি আজ বলেছেন, 'টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ভারতীয় দলের অনুশীলন ম্যাচ খেলা উচিত ছিল আরও। লাল বলে অনুশীলন ম্যাচ খেললে ব্যাটসম্যানরা ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেত অনেক বেশি। যেকোনো বড়ো সিরিজের অঙ্গ এটাই। তাছাড়া ভারত যে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বসেরা, সেটা মাথায় রেখে সিরিজের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল।'

রাঁচির বিরসা মুণ্ডা বিমানবন্দরে এক অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া মহেন্দ্র সিং ধোনির এমন মন্তব্য ভারতীয় ক্রিকেটে হইচই ফেলে দিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। ৩৭ বছরের প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অতীতে কখনও কোহলি বা তাঁর দলের পারফরম্যান্স বা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে মন্তব্য করেননি। বরং ২০১৪ সালে টেস্টের নেতৃত্ব এবং ২০১৭ সালে ওয়ান ডে-র ব্যাটন তিনি নিজেই কোহলির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দেশের সফলতম অধিনায়ক ধোনির নেতৃত্ব ছাড়া নিয়ে সেসময় অনেক কথা হয়েছিল। কিন্তু মাহি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তাঁর সিদ্ধান্ত। নেতৃত্ব ছাড়ার পর এই প্রথম তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়েও মুখ খুলেছেন আজ। ধোনি বলেছেন, 'আমি সবদিক ভেবে নতুন অধিনায়ককে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার জন্যই নেতৃত্ব ছেড়েছিলাম। ২০১৯ বিশ্বকাপের আগে যথেষ্ট সময় না পেলে কোনো নতুন অধিনায়কের পক্ষে দল গুছিয়ে নেওয়া সহজ হত না। তাই আগামীর কথা ভেবে সঠিক সময়ে নেতৃত্ব ছেড়েছিলাম।'

আমিরশাহির পথে ধোনি, রোহিতরা।

সাফ কাপ

খেতাব জিততেই এসেছি : স্টিফেন

ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পাকিস্তানকে চুরমার করে সাফ কাপের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। শনিবার ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে খেতাবি লড়াইয়ে নামবে স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের প্রশিক্ষণাধীন দল। প্রতিপক্ষ মালদ্বীপ। যারা নেপালকে অপর সেমিফাইনালে ৩-০ ফলে হারিয়েছে। তাই মালদ্বীপের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ে শক্ত চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বলেই মনে করেন ভারতের ব্রিটিশ কোচ। তবে কঠিন চ্যালেঞ্জ হলেও খেতাব জেতার লক্ষ্য নিয়েই যে সাফ কাপে খেলতে গিয়েছে ভারতীয় দল সেটা, পরিষ্কার করে দিয়েছেন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন। ফাইনাল প্রসঙ্গে কনস্ট্যানটাইন জানিয়েছেন, 'নেপালকে ৩-০ ফলে হারিয়ে মালদ্বীপ দেখিয়ে দিয়েছে ওরা কতটা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। আমাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলেনি এমন কয়েকজন ফুটবলার ওদের হয়ে নেমে দারুণ ফুটবল খেলেছে সেমিফাইনালে। তাই মালদ্বীপের বিরুদ্ধে কঠিন একটা ফাইনালে নামতে হবে আমাদের। তবে আমরা খেতাব জেতার মানসিকতা নিয়েই এখানে এসেছি।' চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ম্যাচে নায়ক হওয়া মনবীর সিংও সেমিফাইনালের সাফল্য পিছনে ফেলে ফাইনাল নিয়ে ভাবতে চান। ইতিমধ্যে ৩ গোল করে প্রতিযোগিতায় সেরা গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষে থাকা বছর ২৩-এর মনবীর বলছিলেন, 'দিনদুয়েকে মধ্যেই আর একটা কঠিন লড়াইয়ে নামতে চলেছি। সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারালেও দল হিসেবে মনঃসংযোগ নড়তে দিতে নারাজ আমরা। কারণ, এখনও খেতাব জিততে একটা ম্যাচ বাকি।' উল্লেখ্য, দু'বছর আগে বাংলাকে গোয়ার মাটিতে সন্তোষ ট্রফি জেতাতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন পাঞ্জাব-তনয় মনবীর। এছাড়া সাফ কাপে প্রতিনিধিত্ব করা ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করছেন বাঙালি শুভাশিস বসু। শুভাশিসের পাশাপাশি প্রথম একাদশে রয়েছেন আর এক বাঙালি সাইডব্যাক সার্থক গোলুই। আগামী বছরের জানুয়ারিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আয়োজিত হতে চলা এএফসি কাপের জন্য ভারতীয় দলের রিজার্ভ বেঞ্চ পরখ করে দেখতে তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েছেন কনস্ট্যানটাইন। তরুণ ভারতীয়রা সাফ কাপে যেরকম পারফরম্যান্স মেলে ধরছেন তাতে এশিয়া কাপের স্কোয়াড বাছতে গিয়ে ব্রিটিশ কোচকে কিন্তু পোহাতে হবে যথেষ্ট ঝক্কি।

ট্রফি হাতে নবাঙ্কুর সংঘের ফুটবলাররা। ছবি ঃ গৌতম সরকার

সোশ্যাল ওয়ার্কার্সের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন নবাঙ্কুর

মেখলিগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মেখলিগঞ্জ সোশ্যাল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ৮ দলীয় নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির নবাঙ্কুর সংঘ। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে স্টেট আর্মড পুলিশের ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়নকে হারিয়েছে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবের মাঠে গোল করেন টিমো ও আমান্ড। ফাইনালের সেরা টিমো। প্রতিযোগিতার সেরা নবাঙ্কুরের এমানুয়েল। পুলিশের চন্দন রায় সেরা গোলদাতার পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী, মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন মিঠু সিংহ সরকার, মেখলিগঞ্জ থানার ওসি অজিত শাহ প্রমুখ।

অধিনায়ক কোহলিকে খোঁচা গাভাসকারের

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ অধিনায়ক বিরাট কোহলির সমালোচনায় সুনীল গাভাসকার। পাঁচ টেস্টের সিরিজে ১-৪ ফলে ভারতের পর্যুদস্ত হওয়ার কাটা-ছেঁড়া করতে গিয়ে সামনে উঠে আসছে একাধিক বিষয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সমালোচিত হচ্ছে বিরাটের অধিনায়কত্বের ক্ষমতা। ভারতের প্রাক্তন কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান গাভাসকারের মতে, 'বিরাটকে অধিনায়কত্বের অনেক কিছু এখনও শিখতে হবে। আগে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ও এবারে ইংল্যান্ডেও বারবার দেখা গিয়েছে ঠিকমতো ফিল্ডারদের দাঁড় করানো বা বোলিং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিরাট বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেনি। ব্যাপারগুলো ঠিকমতো হলে হয়তো সিরিজের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। মাত্র দু'বছর হয়েছে বিরাট অধিনায়কত্ব করছে, অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ও শিক্ষা নেবে এই বিষয়গুলোতে।' যদিও '২০ বছরের সেরা দল' বিতর্কে বিরাটের প্রতি নরম মানসিকতা পোষণ করেছেন তিনি। গাভাসকারের মতে, 'হারের যন্ত্রণা এমনিতেই ভোগাচ্ছিল, তাই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নটা করাটা ঠিক হয়নি। প্রশ্নটা পরেও করা যেত।' উল্লেখ্য, সিরিজের মাঝেই কোচ রবি শাস্ত্রী দাবি করেছিলেন বিরাটের নেতৃত্বাধীন দল গত ২০ বছরের সেরা ভারতীয় দল। যে প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা উঠতে রবিকে সমর্থন করে ভারতীয় এক সাংবাদিকের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন বিরাট। ২০ বছরের এটাই সেরা ভারতীয় দল কিনা বিরাটকে জানতে চাওয়া হলে তিনি প্রশ্নের মোড় ঘুরিয়ে পালটা একই প্রশ্নটা সাংবাদিকের প্রতি রাখেন। তাঁর সন্দেহ রয়েছে জানাতে বিরাট রূঢ়ভাবে বলেন, 'সেটা আপনার মতামত। ধন্যবাদ।' গাভাসকারের মতে, 'সিরিজে ধুঁকতে থাকা দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করতেই শাস্ত্রী এমনটা বলেছিলেন। আগের ভারতীয় দলগুলোকে হেয় করার কোনো অভিপ্রায় তার ছিল না।' যদিও বিষয়টা ঠিক কী সেটা নিয়ে ধন্দ থাকছেই। ব্যাটসম্যান বিরাটের বন্দনার মাঝেই যেমন থাকছে অধিনায়ক কোহলির সমালোচনা।

বিজয় হাজারে, রনজির ফর্মাট নিয়ে ক্ষোভ সৌরভের

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রনজি ট্রফি এবং বিজয় হাজারের ক্রিকেট ফর্মাট নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বিসিসিআইয়ের অভ্যন্তরে। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য যে ফর্মাট বোর্ড বেছে নিয়েছে তা নিয়ে বিরক্ত খোদ টেকনিক্যাল কমিটির অন্যতম মুখ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। ঘরোয়া ক্রিকেটে পাঁচদিন ও সীমিত ওভারের ক্রিকেট ফর্মাটকে ঘিরে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়ে তা নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।

চলতি মরশুমে ৫০ ওভারের বিজয় হাজারে এবং রনজি ট্রফিতে অংশ নিতে চলেছে মোট ৩৭টি দল। যাদেরকে এলিট 'এ', 'বি', 'সি' এবং প্লেট গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এলিট-এ ও বি-তে খেলতে দেখা যাবে ৯টি করে দলকে। এলিট 'সি'-তে খেলবে ১০টি দল। অন্যদিকে, প্লেট গ্রুপে রয়েছে ৯টি দল। এলিট-এ ও বি থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে ৫টি দল। অন্যদিকে, সি থেকে শেষ আটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে ২টি এবং প্লেট গ্রুপ থেকে সুযোগ পাবে ১টি দল। কোয়ার্টারে ওঠার এই নিয়ম নিয়েই তৈরি হয়েছে যাবতীয় ঝামেলা। বিতর্ক ধাপাচাপা দিতে বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার সাবা করিম জানান, 'এলিট-এ এবং এলিট-বি দুটো গ্রুপকে আলাদা করে দেখলে সমস্যা হবে। আমরা দুটো গ্রুপে নয়টি দলকে রেখেছি। সেখান থেকে এলিট-এ থেকে তিনটি এবং এলিট-বি থেকে দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।' গোটা বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'ক্রিকেটাররা একটা গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে খেলতে নামবে অথচ তারা জানেই না কোয়ার্টার ফাইনালে ক'টা দল খেলবে। এটা রনজি ট্রফি কোনো কলকাতা লিগ নয়।' একইসঙ্গে টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য বোর্ডের কঠোর সমালোচনাও করেন বাংলার 'মহারাজ'। সৌরভের স্পষ্ট জবাব, 'বোর্ডের সিদ্ধান্তে কোনো পরিকল্পনার ছাপ নেই।' শুধু যোগ্যতা অর্জন পর্বই নয়, ধোঁয়াশা অব্যাহত রনজি এবং বিজয় হাজারের অবনমনকে ঘিরেও। এলিট-এ এবং বি-এর সবথেকে কম পয়েন্ট থাকা দলের থেকে বেশি পয়েন্ট থাকলেও প্লেট গ্রুপে অবনমন হবে এলিট 'সি'তে থাকা দলের। গ্রুপবিন্যাস নিয়ে এই ত্রুটি নিয়ে অবশ্য সাফাই-এর সুর জেনারেল ম্যানেজার সাবা করিমের গলায়। তিনি জানান, 'গতবছরের পারফরম্যান্সের নিরিখেই এবারের গ্রুপবিন্যাস করা হয়েছে।'

বিজয় হাজারে

মুম্বইয়ের নেতৃত্বে রাহানে

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বই দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলাবেন আজিঙ্কা রাহানে। ইংল্যান্ডে সদ্যসমাপ্ত পাঁচ টেস্টের সিরিজে ব্যর্থ হলেও মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নির্ধারিত ওভারের ম্যাচে ভরসা রেখেছে রাহানের উপরে। ঘরোয়া স্তরে ধারবাহিকতা না দেখাতে পারায় এশিয়া কাপের দলে না থাকা শ্রেয়স আইয়ারকে সহ অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়েছে তারা। ঘরোয়া ক্রিকেটের ৫০ ওভারের সেরা টুর্নামেন্টে বরোদার বিরুদ্ধে ১৯ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু করবে মুম্বই। বরোদা তাদের দলে স্থান দিয়েছে ৪০ বছরের ওয়াসিম জাফরকে। নির্ধারিত ওভারের ফর্মাটকে তরুণদের মঞ্চ ধরা হলেও দলের অনেক তরুণকে সামলানোর জন্যই জাফরকে দলে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিদর্ভ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ৫০ ওভারের ম্যাচগুলোতে জাফরের দারুণ ফর্মও তাঁর পক্ষে গিয়েছে।

পাকিস্তানের 'এক্স ফ্যাক্টর' শোয়েব মালিক : লক্ষ্মণ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ টিম ইন্ডিয়া সহ এশিয়া কাপের বাকি দলগুলি ইতিমধ্যেই দুবাই পৌঁছে গিয়েছে। আজ থেকে অনেক দলেরই অনুশীলনও শুরু হয়ে গেল। তার মাঝেই আলাদা করে ১৯ সেপ্টেম্বরের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে মরু শহরের পারদ চড়তে শুরু করেছে। ইংল্যান্ডে ২০১৭-র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর ফের মুখোমুখি হতে চলেছে দুই প্রতিবেশী। স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট দুনিয়ায় ইন্দো-পাক যুদ্ধের সম্ভাব্য ফেভারিট নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, রোহিত বনাম সরফরাজদের ম্যাচের জয়ী দলই এশিয়া কাপ ট্রফিটাও দেশে নিয়ে ফিরবে।

শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, ১৯ সেপ্টেম্বরের আসন্ন ভারত-পাক মহারণ নিয়ে আজ নিজের মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। বর্তমান পাকিস্তান দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে সরফরাজদের 'এক্স ফ্যাক্টর' বলে চিহ্নিত করেছেন লক্ষ্মণ। ভিভিএস আজ বলেছেন, 'এশিয়া কাপে পাকিস্তান দলের এক্স ফ্যাক্টর হয়ে ওঠার ভালোরকম সম্ভাবনা রয়েছে শোয়েব মালিকের। ও যথেষ্ট অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। মন্থর উইকেটে স্পিন ও পেস, দুটোই সামলাতে পারে। আমার মনে হয়, শোয়েব বর্তমান পাক দলের এমন একজন সদস্য, যেকোনো সময় যে ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।' আসন্ন এশিয়া কাপের পাক দলে শোয়েব মালিক ছাড়াও সরফরাজ আহমেদ, ফকর জামান, বাবর আজম, জুনেইদ খান, মহম্মদ আমিরের মতো একঝাঁক নবীন ও প্রবীণ ক্রিকেটার রয়েছেন। এই তালিকা থেকে আলাদা করে শোয়েব মালিকের প্রসঙ্গ টেনে এনে লক্ষ্মণ আরও বলেছেন, 'শোয়েব চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে। কঠিন পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরতে জানে। নিজের অভিজ্ঞতা সতীর্থদের মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে দলকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওর। আমার মতে, এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সাফল্যে বড়ো ভূমিকা নিতে চলেছে শোয়েব মালিক।'

সানিয়া মির্জার স্বামী শোয়েব মালিকের প্রশংসা করার পাশাপাশি সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার এক ভুল বারবার করার প্রবণতারও সমালোচনা করেছেন তিনি। লক্ষ্মণের মনে হয়েছে, অধিনায়ক কোহলিকে এশিয়া কাপে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্তে ভুল নেই। কিন্তু ইংল্যান্ডে যেভাবে বারবার ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ভরাডুবি হয়েছে, তা মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয় বলেই মনে করছেন তিনি। লক্ষ্মণ বলছেন, 'ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে দলের ধারাবাহিক ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে আরও সতর্ক হতে হবে। একই ভুল বারবার করলে চলবে না। বরং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইংল্যান্ডে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বারবার যে ভুল করেছে, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্রুত নিজেদের শুধরে নিতে হবে।'

আমিরদের মোকাবিলায় নয়া থ্রোডাউন কোচ

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ইংল্যান্ড সফরে স্যাম কুরান ভালোরকম বেগ দিয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়াকে। বাঁ-হাতি পেসার কুরানের ভিতরে ঢুকে আসা ও বাইরে বেরিয়ে যাওয়া ডেলিভারির অনেক সময়ই হদিস পাননি বিরাট কোহলিরা।

আর কয়েকদিনের মধ্যেই দুবাই ও আবুধাবিতে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপেও রোহিত শর্মার ভারতের একই সমস্যা হতে পারে। নেপথ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। সরফরাজ আহমেদের দলে মহম্মদ আমির, জুনেইদ খানদের মতো বাঁ-হাতি পেসার রয়েছেন। যাঁরা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অস্বস্তিতে ফেলতে পারেন। এই কারণেই আজ ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে শ্রীলঙ্কার নুয়ান সেনেভিরত্নেকে জুড়ে দেওয়া হল। এশিয়া কাপে কোহলিহীন ভারতীয় দলের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। মূলত থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞ নুয়ান সেনেভিরত্নেকে আপাতত একটা প্রতিযোগিতার জন্যই নিয়ে আসা হচ্ছে। ৩৮ বছরের বাঁ-হাতি নুয়ান নেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের থ্রোডাউন দেবেন এশিয়া কাপের সময়। তাঁর পারফরম্যান্স রোহিতদের খুশি করলে হয়তো নুয়ানের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করবে বিসিসিআই। জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের সময়ই স্যাম কুরানের পেস, গতি ও সুইংয়ে নাজেহাল হয়ে বিসিসিআইয়ের কাছে বাঁ-হাতি থ্রোডাউন বিশেষজ্ঞের অনুরোধ করেছিলেন কোহলিরা। গত সাত বছর ধরে ভারতীয় দলের থ্রোডাউন কোচ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বেঙ্গালুরুর রঘু। তাঁর উপর চাপ খানিকটা কমানোর জন্য বিসিসিআইয়ের তরফে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। বোর্ডের একটি সূত্র আজ জানিয়েছে, 'ইংল্যান্ডের স্যাম কুরান কোহলিদের সমস্যায় ফেলেছিল। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের আমিররা যেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সমস্যায় ফেলতে না পারে, সেকথা মাথায় রেখেই দলের অনুরোধে নুয়ানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।' উল্লেখ্য, ৩৮ বছরের নুয়ান সেনেভিরত্নে শ্রীলঙ্কার জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন অতীতে।

সিরিজ জিতলেন মিতালিরা

গল, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল ভারতীয় মহিলা দল। লঙ্কাবাহিনীকে ছয় রানে হারিয়ে ২-০-তে সিরিজ পকেটে পুরলেন মিতালিরা। ব্যাট হাতে ভারতকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করালেন মিতালি রাজ (৫২) এবং উইকেটরক্ষক তানিয়া ভাটিয়া (৬৮)। বল হাতে ভারতের জয় নিশ্চিত করতে অবদান রাখলেন মানসী যোশি (২/৪৯) এবং রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় (২/৩৭)। প্রথমে ব্যাট করে এদিন নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২১৯ রান করে ভারত। শুরুতে ৩৬ রানের মধ্যে পুনম রাউত (৩), স্মৃতি মান্ধনা (১৪) এবং হরমনপ্রীত কাউরের (৭) উইকেট খুইয়ে বেশ চাপে পড়ে যায় ভারতীয় দল। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন অধিনায়ক মিতালি রাজ। ১২১ বলে ৫২ রানের ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেন দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান তানিয়া ভাটিয়া। ৬৬ বলে ৬৮ রান করেন তিনি। মিতালি-তানিয়ার পাশাপাশি দয়ালান হেমলতার ঝোড়ো ইনিংসের (৩১ বলে ৩৫ রান) সুবাদে ২০০-এর গন্ডি পেরোয় ভারত। লঙ্কানদের হয়ে বল হাতে নজর কাড়েন অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু (৩/৪২)। ২টি করে উইকেট নেন উদেসিকা প্রবোধিনী (২/৪৫) এবং শ্রীপলি বীরাকোদি (২/৩৬)। ২২০ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে শ্রীলঙ্কাও। তবে সেই পরিস্থিতিতে দলকে টেনে তোলেন অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু এবং শশীকলা সিরিবর্ধনে। বল হাতে তিন উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে অর্ধশতরানও করেন লঙ্কান অধিনায়ক (৫৭)। অন্যদিকে, শশীকলা করেন ৪৯ রান। লোয়ার অর্ডারে নীলাক্ষি ডি'সিলভা (৩১) মরিয়া লড়াই চালালেও হার বাঁচাতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। শেষপর্যন্ত ৪৮.১ ওভারে ২১২ রানে থামে লঙ্কার ইনিংস।